কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২১

(১)এসবের পরে তিবিরিয়া লেকের পাড়ে হযরত ইসা আ. আবার তাঁর হাওয়ারিদের দেখা দিলেন। তিনি নিজেকে তাদের কাছে এভাবে দেখালেন: (২)হযরত সাফওয়ান পিতর রা., হযরত থোমা রা., যাকে জমজ বলা হয়, গালিলের কান্না গ্রামের নথনেল, জাবিদির ছেলেরা এবং তাঁর অন্য দু' জন হাওয়ারি এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন।

(৩)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. তাদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।" তারা তাকে বললেন, "আমরাও তোমার সাথে যাবো।" তারা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন কিন্তু সেই রাতে তারা কিছুই ধরতে পারলেন না।

(৪)সকাল হওয়ার সাথে সাথে হযরত ইসা আ. এসে লেকের পাড়ে দাঁড়ালেন কিন্তু হাওয়ারিরা জানতেন না যে, তিনি হযরত ইসা আ.। (৫)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "সন্তানেরা, তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ আছে?" তারা তাঁকে উত্তর দিলেন, "না।" (৬)তিনি তাদের বললেন, "নৌকার ডান পাশে তোমাদের জাল ফেলো, তাহলে তোমরা কিছু পাবে।" তারা জাল ফেললেন এবং এতো মাছ জালে পড়লো যে, তারা জাল টেনে তুলতে পারলেন না।

(৭)যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তিনি হযরত পিতর রা.কে বললেন, "উনি হুজুর!" হযরত সাফওয়ান পিতর রা. যখন শুনলেন, "উনি হুজুর," তখন কাপড় পরলেন, কারণ তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং ঝাঁপ দিয়ে সাগরে পড়লেন।

(৮)কিন্তু অন্য হাওয়ারিরা নৌকায় করে এলেন, মাছ ভর্তি জাল টেনে নিয়ে এলেন, কারণ তারা কিনার থেকে বেশি দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু' শ হাত দূরে ছিলেন।

(৯)কিনারে পৌঁছে তারা দেখলেন যে, সেখানে কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তার ওপরে মাছ ও রুটি রয়েছে। (১০)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা যে-মাছ ধরেছো, তার কয়েকটি নিয়ে এসো।" (১১)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. নৌকায় গিয়ে জাল টেনে কিনারে নিয়ে এলেন। জালে একশো তিপ্পান্নটি বড়ো মাছ ছিলো। যদিও এতো মাছ ছিলো, তবুও জাল ছিঁড়লো না। (১২)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "এসো, নাস্তা করো।" কোনো হাওয়ারিই

তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না যে, "আপনি কে?" কারণ তারা জানতেন উনি হুজুর। (১৩)হযরত ইসা আ. এসে রুটি নিয়ে তাদের দিলেন এবং একইভাবে মাছও দিলেন। (১৪)হযরত ইসা আ. মৃত থেকে জীবিত হওয়ার পর এই তৃতীয়বার হাওয়ারিদের দেখা দিলেন।

(১৫)তাদের নাস্তা খাওয়া শেষ হলে হযরত ইসা আ. সাফওয়ান পিতরকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহান্না, তুমি কি এসবের থেকে আমাকে বেশি মহব্বত করো?" তিনি বললেন, "জি, হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমার শিশু-মেষগুলো চরাও।"

(১৬)দ্বিতীয়বার তিনি তাকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?" তিনি তাঁকে বললেন, "জি হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমার মেষদের দেখাশোনা করো।"

(১৭)তৃতীয়বার তিনি তাকে বললেন, "সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?" তৃতীয়বার তাঁকে একথা বলার কারণে হযরত পিতর রা. কষ্ট পেলেন এবং বললেন, "হুজুর, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।" (১৮)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমার মেষদের চরাও। আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন নিজের বেল্ট নিজে বেঁধেছো এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়েছো; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি দু' হাত বাড়িয়ে দেবে এবং অন্য কেউ তোমার বেল্ট বেঁধে দেবে, আর তুমি যেখানে যেতে চাবে না, সেখানে নিয়ে যাবে।" (১৯)হযরত পিতর রা. কীভাবে ইন্তেকাল করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবেন তা বোঝাতে গিয়ে তিনি একথা বললেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, "আমার পেছনে এসো। "

(২০)হযরত পিতর রা. পেছন ফিরে দেখলেন যে, হযরত ইসা রা. যে-হাওয়ারিকে মহব্বত করতেন, তিনিও তাদের পেছনে পেছনে আসছেন। ইনি সেই হাওয়ারি, যিনি খাবার সময় ইসার পাশে বসেছিলেন এবং হযরত ইসা আ.র কোলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হুজুর, সে কে, যে আপনাকে ধরিয়ে দেবে?" (২১)হযরত পিতর রা. তাঁকে দেখে হযরত ইসা আ.-কে বললেন, "হুজুর, এর কী হবে?" (২২)হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "যদি আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক তাতে তোমার কী? তুমি আমার পেছনে এসো?"

(২৩)তখন ভাই-বোনদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, এই হাওয়ারি ইন্তেকাল করবেন না। যদিও হযরত ইসা আ. তাঁর বলেননি যে, তিনি ইন্তেকাল করবেন না, বরং বলেছিলেন, "যদি আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কী?"

(২৪)এই হাওয়ারিই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও লিখছেন, এবং আমরা জানি যে, তাঁর সাক্ষ্য সত্য। (২৫)এসব ছাড়াও আরো অনেককিছু হযরত ইসা আ. করেছেন; যদি সেগুলোর প্রত্যেকটি লেখা হতো, তাহলে আমি মনে করি, এতো কিতাব হতো যে, দুনিয়াতে জায়গা হতো না।